তারিখ ০১ DEC 1986
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ৩ ...

দৈনিক ইনকিলাব

শিক্ষাঙ্গন

মাদ্রাসা বোর্ড কর্তৃপক্ষ কি বলেন?

চলতি বছর বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত আলিম বিজ্ঞান বিভাগের পরীক্ষার ভোলা কেন্দ্রের ফলাফল প্রকাশ না করায় অত্র কেন্দ্রে ১০ জন পরীক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। উক্ত ছাত্রদের নিয়ে অভিভাবকমহল বিপাকে পড়েছে। প্রতি বছরের মত এবারও আলিম বিজ্ঞান পরীক্ষায় ভোলা কেন্দ্রে ১০ জন ছাত্র অংশগ্রহণ করে। এরা সবাই ভোলা দারুল হাদীস আলীয়া মাদ্রাসার ছাত্র (রোল ভোলা ১৩৭৯ থেকে ১৩৮৮)। কিন্তু মাদ্রাসা বোর্ড কর্তৃক সম্প্রতি ঘোষিত ফলাফলে দেখা যায় ভোলা কেন্দ্রে আলিম বিজ্ঞান পরীক্ষার ফলাফল মূল ফলাফল সীটে নেই। ফলাফল সম্পর্কে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের ভারপ্রাপ্ত পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের সাথে যোগাগোগ করলে তিনি জানান, ভোলা কেন্দ্রের আলিম বিজ্ঞান পরীক্ষার ফিকহ দ্বিতীয় পত্রের নম্বর ও খাতা বোর্ডের সংশ্লিষ্ট পরীক্ষক জমা না দেয়ায় তাদের পক্ষে ফলাফল প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। তবে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষকের সাথে যোগাযোগ সাপেক্ষে ফলাফল প্রকাশ করা হবে বলে তিনি জানান। কবে নাগাদ এ ফলাফল প্রকাশ করা হবে সে সম্পর্কে অবশ্য তিনি কিছু জানাননি। ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে ছাত্ররা ভীষণ দুর্বিপাকে পড়েছে।

এদিকে এবার যারা আলিম পাস করবে তারাই '৮৮ সালে অনুষ্ঠিত এইচএসসি মানের ফাজিল পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবে। বিভিন্ন মাদ্রাসায় যথারীতি ভর্তি শুরু হলেও এরা এখনও নিশ্চিত না যে এরা '৮৮ সালে পরীক্ষায় সুষ্ঠুভাবে অংশগ্রহণ করতে পারবে কি না? এরা এখনো অনিশ্চয়তার মধ্যে রয়েছে। এ অনিশ্চয়তা দূর হবে কবে?

—জাকির হোসেন মহিন।

এখলাছপুর সিনিয়র মাদ্রাসা

নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ উপজেলাধীন 'এখলাছপুর সিনিয়র মাদ্রাসাটি' জেলার প্রধান শহর মাইজদি ও চৌমুহনীর কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। ১৯১১ সালে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে সুযোগ্য শিক্ষকমণ্ডলী কর্তৃক পরিচালিত উক্ত প্রতিষ্ঠানটি এ এলাকায় 'বহুমুখী আদর্শ মাদ্রাসা' হিসেবে পরিচিত। প্রতি বছর এ মাদ্রাসার ছাত্ররা কৃতিত্বের সাথে পাস করে আসছে। দুর্ভাগ্যবশতঃ ১৯৭৩ সালে আগুন লেগে কাঠের তৈরী দ্বীতল মাদ্রাসা ভস্মিভুত হয়। এরপর স্থানীয় জনগণের পূর্ণ সহযোগিতায় তা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হলেও বর্তমানে ঘর, আসবাবপত্র, স্থান ও প্রয়োজনীয় সরঞ্জামের সমস্যা অত্যন্ত প্রকট। সদ্য নির্মিত ছয়টি কক্ষকে পার্টিশন দিয়ে এবতেদায়ী প্রথম শ্রেণী হতে আলিম শ্রেণী পর্যন্ত মোট বারটি ক্লাস নিতে হচ্ছে। স্থানাভাব ও পরিবেশগত অসুবিধার জন্য উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের লেখাপড়া দারুণভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে।

দিনদিন আশাতীতভাবে ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় স্থান সংকুলান না হওয়ায় বাধ্য হয়ে পার্শ্ববর্তী মসজিদেও ক্লাস নিতে হয়। আর্থিক সংকট ও স্থানাভাবের কারণে এখানে অদ্যাবধি বিজ্ঞান বিভাগ খোলা সম্ভব হয়নি। বলা বাহুল্য যে, বর্তমানে আরও ১০টি কক্ষ ও একটি ছাত্রাবাস নির্মাণ, প্রয়োজনীয় সংখ্যক কিতাব, বই-পুস্তক ক্রয় করা এবং বেঞ্চ-হাইবেঞ্চ-আলমারী তৈরী করা একান্ত জরুরী হয়ে পড়েছে। এতে বিপুল অর্থের প্রয়োজন।

এ ব্যাপারে সরকারী উচ্চ পর্যায়ে আবেদন করেও কোন ফল হয়নি। দেশ ও দশের স্বার্থে অত্র এলাকায় দ্বীন-ই-মশালের পতাকাবাহী ও ঐতিহ্যশালী আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিকে বহাল রাখার জন্য সরকারের দৃষ্টি একান্তভাবে কামনা করছি।

—মাওলানা মোশাররাফ হোসাইন
ও
—মাওলানা রুহুল আমিন চৌধুরী,
বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী।